ছাগলের বসন্ত রোগের টিকা

ছাগলের বসন্ত বা গোটপক্স (Goatpox) একটি তীব্র সংক্রামক রোগ। পক্সভিরিডি (Poxviridae) গোত্রের ক্যাপ্রিপক্সা (Capripox) গনের গোটপক্স (Goatpox) নামক ভাইরাস দ্বারা এ রোগটি হয়। এ ভাইরাসটি সরাসরি অসুস্থ ছাগলের সংস্পর্শে, অসুস্থ ছাগল কর্তৃক সংক্রামিত বিভিন্ন উপাদান ও পরিবেশ হতে ছড়ায়। এ রোগে সব বয়সের ছাগলই আক্রান্ত হয়ে থাকে। বাচ্চার ক্ষেত্রে সাধারণত এ রোগটি মারাত্মক প্রকৃতির হয়ে থাকে এবং মৃত্যুর হার প্রায় ১০০ ভাগ, অন্যদিকে বড় ছাগলের ক্ষেত্রে মৃদু প্রকৃতির হয়ে থাকে যাতে মৃত্যুর হার প্রায় ৫০ ভাগ। মৃত্যুহার ছাড়া এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার পরে নিরাময় হলেও পশুর শারীরিক বৃদ্ধির হার হ্রাস পায়। ত্বকের তীব্র ক্ষতির কারণে চামড়ার মূল্য কমে যায়। ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশের মেহেরপুর জেলায় প্রথম এই রোগটি দেখা যায় এবং এর থেকে রোগটি বাংলাদেশের পশ্চিম-দক্ষিণ আঞ্চলের জেলাগুলোতে বিরাজমান রয়েছে এবং দেশের অন্যান্য এলাকাতেও ছড়িয়ে পড়ছে।

ছাগলের বসন্ত রোগটি প্রতিরোধের একমাত্র উপায় হলো টিকা প্রদান। বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশীয় মাঠ পর্যায়ের ভাইরাস ব্যবহার করে ছাগলের বসন্ত রোগের হোমোলোগাস টিকা উদ্ভাবন করেছে, যা খুবই কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে।

ছাগলের বসন্ত রোগের টিকা উদ্ভাবনের জন্য মাঠ পর্যায়ের রোগ সৃষ্টিকারী ক্ষমতা সম্পন্ন (Virulent) ভাইরাসের, রোগ সৃষ্টিকারী ক্ষমতাকে (Virulency) হ্রাস করে একটি টিকা ভাইরাস (Attenuated vaccine virus) উদ্ভাবন করা হয়েছে। এই ভাইরাসের দ্বারা ছাগলের বসন্ত রোগের টিকা উৎপাদন করা হয়েছে। Verocell line বা African Green Monkey Kidney cell line -এ Attenuated virus টি ৪৫ বার প্যাসেজ (Passage) দেয়া হয়েছে। প্যাসেজকৃত ভাইরাসটির কার্যকারিতা ছাগলে দেখা হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ের রোগ সৃষ্টিকারী ক্ষমতাসম্পন্ন (Virulent) ভাইরাসকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়েছে। বৃহৎ আকারে এই টিকা উৎপাদনের কাজ শুরু হয়েছে, যার ফলে মাঠ পর্যায়ে এই টিকা প্রদান করে দেশের লক্ষ লক্ষ ছাগলের জীবন বাঁচানো সম্ভব হবে।

বৈশিষ্ট্য

- এটি দেশীয় ভাইরাস হতে তৈরি হোমোলোগাস ভ্যাকসিন।
- টিকা দেয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়।
- একবার টিকা দেয়ার পর ছাগলের দেহে ছয় মাস পর্যন্ত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে।
- এই টিকার কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই।

ব্যবহার নির্দেশিকা

- বাচ্চার চার মাস বয়সে প্রথমবার এবং প্রতি ছয় মাস মাস পর পর টিকা প্রদান করতে হবে।
- প্রতিটি পশুকে ১ সিসি করে টিকা দিতে হবে।
- পালের সব পশুকে একসাথে টিকা দিতে হবে।

বিশেষ সতর্কতা

- অসুস্থতা বা পুষ্টিহীনতায় আক্রান্ত অবস্থায় ছাগলকে বসন্তের টিকা না দেয়াই উত্তম। কারণ এতে টিকাকৃত ছাগলে প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি হবে না।
- পিপিআর রোগ থেকে সদ্য নিরাময় হওয়া ছাগলকে টিকা না দেয়াই উত্তম।

উপকারিতা

এই টিকা ব্যবহারের ফলে খামারিরা তাদের ছাগলের জীবন রক্ষার পাশাপাশি ছাগলের চামড়া বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক ঃ ডা. মোঃ রফিকুল ইসলাম, ড. কাজী মোঃ কমরউদ্দিন,
ড. শাহ মোঃ জিকরুল হক চৌধুরী, ডা. মোঃ গিয়াসউদ্দিন, ড. মোঃ এরসাদুজ্জামান